দৈনিক সংবাদ

APR. 02 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম ...৩......

শফিকুর রহমান

মূল রচনা

আমে…

আমাদের দেশ হতে প্রতিনিয়ত ছাত্ররা বাইরের দেশে পড়াশোনার জন্য যেতে চান। অথচ পারছেন কতজন? বিশেষ করে যারা ইউএসএ বা আমেরিকায় পড়তে যেতে চান তারা অনেকেই নিয়মকানুন ভালভাবে না জেনে শেষে ভিসা না পেয়ে হতাশ হয়ে যান। আসুন ইউএসএতে শুধুমাত্র পড়াশোনার জন্য কিভাবে যাওয়া যায় তা জেনে নিই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় কয়েক শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে এবং প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই বিদেশী ছাত্রদের পড়ার সুযোগ রয়েছে। আপনি ইচ্ছা করলে সেরকম একজন বিদেশী ছাত্র হিসেবে পড়তে পারেন।

ইউএসএতে পড়াশোনার জন্য সাধারণত পূর্বের রেজাল্টের খুব একটা গুরুত্ব দেয়া হয় না। অর্থাৎ এ দেশে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের তেমন একটা গুরুত্ব নেই। দেখা গেছে, দুটোতেই তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরাও এখানে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে (আবার ভাল রেজাল্টেরও অনেকে চান্স পাচ্ছেন না)। এখানে পড়তে হলে যে জিনিসটি প্রধান তাহল TOEFL। ইংরেজি ব্যতীত অন্য ভাষার লোক এটি ছাড়া আমেরিকায় পড়তে যেতে পারে না। TOEFL স্কোরের ওপর ভিসা পাওয়া না পাওয়া অনেকাংশে নির্ভর করে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির জন্য সাধারণত টোফেল স্কোর ৫০০ চাওয়া হয়। তবে ৫৫০-এর ওপর হলে ভালো। আর ৫০০-এর ওপরে স্কোর থাকলে তো অনেকটাই নিশ্চিন্ত থাকা যায়। (অবশ্য সেক্ষেত্রে আপনি ভিসা নেয়ার দিন মৌখিকভাবে পরীক্ষিত হতে পারেন)। তাই আমেরিকায় পড়তে [illegible]

মিথ্যা সার্টিফিকেট প্রদানে…

লক্ষ্মীপুর থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে মিথ্যা গুরুতর আঘাতের সার্টিফিকেট প্রদান করায় লক্ষ্মীপুর হাসপাতালের ডা. মনির আহাম্মদ চৌধুরীর বিরুদ্ধে আদালতের আদেশে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাছে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ পাঠানো হয়েছে।

জানা গেছে, জেলার রামগতি উপজেলার চরপোড়াগাছা ইউনিয়নের হাজী নূর মোহাম্মদ পূর্বশত্রুতার জেরকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য গত বছর ১৬ই নভেম্বর রামগতি থানায় বাদি হয়ে একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করে। মামলায় বলা হয়েছে প্রতিপক্ষ বিবাদিরা তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা এবং তার ছেলে নূর নবীকে কুপিয়ে মারাত্মক আহত করেছে। এই মর্মে ওই ডা. মনির আহাম্মদ চৌধুরীর কাছ থেকে একটি গুরুতর সার্টিফিকেট নিয়ে জয়নাল আবেদীনসহ ৬ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ মামলার প্রথম আসামি জয়নাল আবেদীনকে গ্রেফতার করে জেলহাজতে প্রেরণ করে। গ্রেফতারকৃত হাজতি আসামি জয়নাল আবেদীনের পক্ষে তার নিয়োজিত কৌসুলি জামিনের প্রার্থনা করে এবং ভিকটিম জখমী নূরনবীর সার্টিফিকেট ভুয়া বলে প্রার্থনা করলে ও আদালত ধারা মোতাবেক জামিন নামঞ্জুর করেন। আদালত পরবর্তী তারিখ ৩রা জানুয়ারি প্রদান করে রামগতি থানাকে ভিকটিম নূরনবীকে হাজির করার নির্দেশ প্রদান করেন। পুলিশ নির্ধারিত তারিখে নূরনবীকে আদালতে হাজির করা হলে ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আমিন ডাক্তারি সার্টিফিকেট মোতাবেক জখমীর বর্ণিত আঘাত ও হাড়ভাঙ্গা পরীক্ষা করে কোন আঘাতের চিহ্ন দেখতে পাননি বিধায় হাজতি আসামি জয়নাল আবেদীনের জামিন মঞ্জুর করেন। আদালতের আদেশে ভিকটিম নূরনবী জখমিকে মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে জখমগুলো পরীক্ষা করে ২ দিনের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করার জন্য সিভিল সার্জনকে নির্দেশ প্রদান করেন। আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে, যেকোন কারণে মেডিক্যাল পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত ভিকটিম মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার জিম্মায় রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। আদালতের নির্দেশ মোতাবেক সিভিল সার্জন, ডা. মো. রাকিবুল আহসান, ডা. মো. নূরুল ইসলাম ও ডা. মো. নূরউদ্দিনসহ ৩ সদস্যবিশিষ্ট মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে জখমিকে পরীক্ষা করে প্রতিবেদন দেয়ার নির্দেশ প্রদান করে। ২৪শে জানুয়ারি জখমি নূরনবীকে পরীক্ষা করে কোন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। বোর্ডের সিদ্ধান্তক্রমে সিভিল সার্জন গত ৪ই ফেব্রুয়ারি আদালতে তার মতামতে জানান যে, দীর্ঘদিন পূর্বের আঘাতজনিত বিষয় যা সাধারণ আঘাত মনে করে তিনি মতামত ব্যক্ত করে রিপোর্ট আদালতে প্রেরণ করেন। আদালত সিভিল সার্জনের [illegible]

ভোলা ঃ জেলা পরিষদের নিজস্ব জায়গায় থেকে অবৈধভাবে মাটি কাটা হচ্ছে —সংবাদ

ভোলায় জেলা পরিষদের জায়গা বেহাত হয়ে যাচ্ছে

মোবাশ্বির উল্লাহ চৌধুরী ঃ ভোলা শহরের মধ্যে জেলা পরিষদের একটি মূল্যবান জায়গা (পুরনো হেলিপ্যাড নামে পরিচিত) জেলা পরিষদেরই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হাতে বেহাত হচ্ছে। শহরের মাঝখানের ওই জায়গাটি থেকে অবৈধভাবে মাটি কেটে বিক্রি করে পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিজেদের পকেট ভরছেন। পরিষদের জায়গা থেকে মাটি নিয়ে ভরাট করছেন ব্যক্তিগত ডোবা-নালা।

গত ২৬শে মার্চ থেকে পুরনো হেলিপ্যাড সংলগ্ন জেলা পরিষদের [illegible] হয়েছেন।

এলাকাবাসী বিষয়টি জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানালেও তিনি বিষয়টি আমলে নিচ্ছেন না। ২৮শে মার্চ এলাকাবাসীর পক্ষে মো. নাসির আহম্মেদ মানিক পাটোয়ারি লিখিতভাবে বিষয়টি জেলা প্রশাসককে অবহিত করেন। ২৯শে মার্চ সাংবাদিকরা বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসক কবির মো. আশরাফ আলমের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করলে জেলা প্রশাসক হিসেবে তার কোন করণীয় নেই বলে জানান। তবে বিষয়টি তিনি বিভাগীয় [illegible]